দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 7 MAY 2003
পৃষ্ঠা ..... ১০ .....

পরীক্ষার খাতা ছিনতাই

রাজধানীতে এবার পরীক্ষার খাতা ছিনতাই হয়েছে। ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে বারডেম হাসপাতালের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষারত একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের কাছ থেকে সশস্ত্র ছিনতাইকারীরা পরীক্ষার উত্তরপত্র বোঝাই বস্তা ছিনিয়ে নিয়েছে। বস্তায় মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার ১০৫ কোডের ফেকাহ ও উসুলে ফেকাহ বিষয়ক ৩৫০টি উত্তরপত্র ছিল। ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানাধীন মাঠের বাজার এবিএম ফাজিল মাদ্রাসার একজন সহকারী শিক্ষক। মাদ্রাসা বোর্ড থেকে রিকশাযোগে পরীক্ষার খাতাসহ বস্তা নিয়ে এসে তিনি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ সেখানে কয়েকজন ছিনতাইকারী তাকে ঘিরে ধরে এবং অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে বস্তা কেড়ে নেয়। শত শত মানুষের সামনে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আক্রান্ত মাদ্রাসা শিক্ষক চিৎকার করেছেন, সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন কিন্তু কোনো মানুষ বা সাধনেই দায়িত্ব পালনরত পুলিশ এগিয়ে আসেনি। ফলে, ছিনতাইকারীরা নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন মাদ্রসা শিক্ষকের সহযোগিতায় তিনি মাদ্রাসা বোর্ডে গিয়ে রিপোর্ট করেছেন, এ ব্যাপারে রমনা থানায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সোমবার রাত পর্যন্ত ঐ বস্তা তথা ৩৫০টি পরীক্ষার খাতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বারডেম তথা শাহবাগের মতো অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকায় দিনে-দুপুরে এমন একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নিঃসন্দেহে ও সকল বিচারে আশংকাজনক। কারণ, চিকিৎসা উপলক্ষে তো বটেই, এমনিতেও সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের ভিড় থাকে। সার্জেন্টসহ বেশ কয়েকজন পুলিশও সেখানে দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং, স্বাভাবিক নিয়মে ঐ এলাকায় ছিনতাই হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে ছিনতাই-ই শুধু হয়নি, ছিনতাইকারীরা দাখিল পরীক্ষার ৩৫০টি উত্তরপত্রও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বিষয়টি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো। কেননা, দাখিল কোনো সাধারণ পরীক্ষা নয় এবং এ পরীক্ষার উত্তরপত্রের সঙ্গে ৩৫০ জন পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। খাতাগুলো না পাওয়া গেলে পরীক্ষার্থীদের ফলাফলে বিপর্যয় ঘটবে- সমাধান হিসেবে গড় নাম্বার দেয়া হলে কৃতী ও সম্ভাবনাময় অনেক পরীক্ষার্থী বঞ্চনার শিকার হতে পারে। তাছাড়া দাখিল পরীক্ষার সম্পূর্ণ ফলাফল নিয়েও অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোন বিবেচনায় এ এক মারাত্মক ঘটনা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে মাদ্রাসা বোর্ডসহ সাধারণভাবে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের একটি দিককে সামনে আনা দরকার। এটা পরীক্ষার খাতা দেয়া ও ফেরৎ নেয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। আক্রান্ত মাদ্রাসা শিক্ষক কেন ৩৫০টি খাতা বস্তায় ভরে রিকশাযোগে শাহবাগ এলাকায় গেছেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করেছেন, এমন প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। উত্তরপত্র দেখার পারিশ্রমিক হিসেবে যে সামান্য অর্থ দেয়া হয়, তা দিয়ে অনেকের পক্ষে এমনকি রাজধানীতে যাতায়াতের খরচ মেটানোও সম্ভব হয় না। এ জন্যই শিক্ষকদের কুলি-মজুরের মতো খাতাভর্তি বস্তা বহন করতে এবং বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অসম্মানজনক এ কাজটি যে যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনকও, সে কথা জানার জন্য গত সোমবারের ঘটনাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। অতীতেও অনেকভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার খাতা পথে খোয়া গেছে, বৃষ্টির পানিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে। পরীক্ষক নামের শিক্ষকরাও বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর এসব কারণেই দেশের সচেতন মহলগুলোর সঙ্গে আমরা প্রধান দু'টি দাবী জানিয়ে এসেছি। একটি দাবীতে আমরা পরীক্ষকদের খাতা প্রতি পারিশ্রমিক বাড়ানোর কথা বলেছি, পরীক্ষকরা যাতে পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য পান এবং রাজধানীতে তথা বোর্ড অফিসসমূহে যাতয়াত করার খরচ উঠাতে পারেন। প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় দাবীতে আমরা বোর্ডের খরচে এবং ডাক বিভাগের মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষার খাতা পাঠানোর ও ফেরত নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছি। এর ফলে একদিকে পরীক্ষার সকল খাতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে শিক্ষকদেরকেও আর খাতার বস্তা নিয়ে যাতায়াত করার ঝামেলা পোহাতে হবে না- গাইবান্ধার গ্রামের ঐ মাদ্রাসা শিক্ষকের মতো চরমভাবে বিপন্নও হতে হবে না।

আমরা আশা করতে চাই, শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই দু'টি দাবীর প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। আমরা একই সাথে ছিনতাই হয়ে যাওয়া খাতাগুলো উদ্ধারের লক্ষ্যে জরুরী উদ্যোগ নেয়ার দাবী জানাই। এমন আয়োজনও করা দরকার, যাতে ঐ ৩৫০ জন পরীক্ষার্থীকে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়।